গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়

নং ২৯.০০.০০০০.২২৪.২৭.১৫১.২০২০. অংশ-১ - ৩৬৬ তারিখ: ২৬/০৭/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৭.০০১.২০-৩৭ তারিখঃ ১৬ জুন ২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এসাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ১৬ (ষোল) পাতা।

২৬/৭/২০

(উদয়ন দেওয়ান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৪৪১৭
dscoordination2@mochta.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(দৃ: আ: উপসচিব, রিপোর্ট অধিশাখা,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)

অনুলিপি ঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অফিস কপি ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৬টি
প্রতিবেদনাধীন বৎসর -২০১৯-২০ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ : ২২/০৭/২০২০খ্রি:

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৮১	৬৪	১৭	-	--
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৪৫৫	৩৭৯	৭৬	২০	
মোট	৫৩৬	৪৪৩	৯৩	২০	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শূন্য	শূন্য	২৯	৯	৩৪	১১	৮৩

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ নেই।

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
প্রযোজ্য নয়	

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৮	৯	শূন্য	৫	৫	নেই

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
২৬০	২৩৪	নেই	২৬	নেই

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৪০	২৩	নেই	১৭	নেই

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা:

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
	মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ	১১+২৬৮টি	.৪৬+১১০.২৭	১১+৩৭টি	০০+৪৪টি	০০+১৪.৬৬	১১+২২৪টি	০০+৯৫.৫৭
	সর্বমোট	২৭৯টি	১১০.৭৩	৪৮টি	৪৪টি	১৪.৬৬	২৩৫টি	৯৫.৫৭

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ নেই।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৯-২০২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত):

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের	দায়েরকৃত মোট	নিষ্পত্তিকৃত মোট

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩৫	৯৬২ জন

৫.২ **মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:** ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উত্তম চর্চা, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব, বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য বিল বিষয়ক, এসডিজি, অনলাইন বেতন নির্ধারণ, ভ্যাট ও আইটি, রুলস অব বিজনেস্ এবং করোনার সংক্রমণরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ **প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:** নেই। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্পতার কারণে সকল প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা সম্ভব হয় না।

৫.৪ **মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কিনা; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনা:** না।

৫.৫ **প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা:** নাই।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৩	৯৩০ জন

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা

সংখ্যা		(LAN) সুবিধা আছে কি না	(WAN) সুবিধা আছে কি না	কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫১	আছে	সংযোগ আছে	নেই	৯৫	১৪৫

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য): : প্রযোজ্য নয়।

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

(৯) প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট:

৯.১ প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা:
প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়নি।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তার আওতায় নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ /উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে:

(১) **"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন-২য় পর্যায়"** প্রকল্পটির মুখ্য বাস্তবায়নকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও এলজিইডি। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৫১৮.৪৭ লক্ষ (জিওবি ১২০৭৬.৮৩ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৮৪০৬.৪৭ লক্ষ এবং অন্যান্য-১০৩৫.১৭ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের অর্থায়ন এডিবি ও জিওবি ও প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ-(ক) সেতু/ কালভার্টসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের সহায়তা খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ মৌলিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ,কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দরিদ্র ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (গ) ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ক)"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন- ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অংশ)": প্রাক্কলিত ব্যয় -২৯৪৪৬.০৭ লক্ষ (জিওবি-৬৮৯৬.৮৩ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য-২১৫১৪.০৭ লক্ষ, অন্যান্য-১০৩৫.১৭)। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় তিন পার্বত্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্য ৫টি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের আওতায় বান্দরবান জেলার ৩৩.৯২ একর জমির ২১২ পরিবারকে আংশিক ৩৭২.২৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরন প্রদান করা হয়েছে।

খ)"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন- ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)": প্রাক্কলিত ব্যয় - ২২০৭২.৪০ লক্ষ (জিওবি-৫১৮০.০০ লক্ষ , প্রকল্প সাহায্য-১৬৮৯২.৪০)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ৮.৪০ কি.মি, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৩০০.০০ মি, এবং নদীর পাড় প্রটেকশন কাজ করা হয়েছে।

(২) ঢাকার বেইলী রোডে **"শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ"** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,২০২১ খ্রি:। প্রকল্পটির মোট

প্রকল্প ব্যয় জিওবি –১৯৪৪৩.০২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য-(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে দ্রুত সমন্বয় সাধন । (খ) পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ,সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা, ধর্ম এবং আচরণগত স্বাতন্ত্র সম্পর্কিত বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষকে পরিচিতি করে তোলা (গ) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হলো : ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটির বর্তমান ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অবশিষ্ট কাজ পরিমাপ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) **''পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ''** শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড| প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ খ্রিঃ। মোট প্রকল্প ব্যয় : জিওবি - ৬৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ৫,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ২৫০০টি ১.৫ একরের এবং ২,৫০০টি ০.৭৫ একরের মিশ্র ফল বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ । প্রকল্প এলাকা রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা । প্রকল্পের আওতায় এ যাবত তিন পার্বত্য জেলায় সৃজিত ৫০০০ বাগান নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।

(৪) **'' বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ''** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড । প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ খ্রি: । মোট প্রকল্প ব্যয় : জিওবি – ৫৬৫১.০০ লক্ষ টাকা| প্রকল্পের উদ্দেশ্য (১) বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৪,৬৬৪ পরিবারের জীবন জীবিকা উন্নয়ন (২) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা হেডকোয়াটারের সংযোগ স্থাপন (৩) স্কুল,হাসপাতাল ও বাজারের সাথে সহজতর যোগাযোগ স্থাপন।

(৫) **'' রাংগামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ''** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত। মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি ৩২৫০.০০ (লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে ১৭টি দুর্গম গ্রামের সংযোগ স্থাপন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারন ।

(৬) **'' বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন''** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩ খ্রি:। মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি –৬৯৭৫.০০ (লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের উদ্দেশ্য- (১) বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ৫২৮০পরিবারের জীবন-জীবিকা উন্নয়ন (২) প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা এবং জেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে সংযোগ স্থাপন (৩) স্কুল,হাসপাতাল ও বাজারের সাথে সহজতর যোগাযোগ স্থাপন।

(৭) **''পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান"** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৪৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৯৩৩৭.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য-১২৩৬৩.০০ লক্ষ টাকা)। বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি: হতে জুন, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী মহিলা ও শিশুদের মানসম্মত মৌলিক সমাজিক সেবাসমূহ যেমন, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও উন্নয়ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রদান করা ও সহজলভ্য করা ।

এছাড়াও, **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:**

(ক) পাড়াকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও সংস্কার: চলতি অর্থ বছরে ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫০০টিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ৪৫০০ পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৮৯,০০০ পরিবারকে মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে ১৪২২টি পাড়াকেন্দ্র সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে পাড়াকেন্দ্রসমূহ অধিকতর শিশু বান্ধব ও টেকসই হয়েছে।

খ) প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন: প্রতিবেদনাধীন বছরে ৪০০০ পাড়াকর্মীকে স্বল্প মূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।বন্যা উপদ্রুত বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় ৬০ জন পাড়াকর্মীকে দুর্যোগকালীন পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জন প্রকল্প কর্মকর্তা, ১২৫ জন পাড়াকর্মী ও ২৫ জন মাঠ সংগঠককে জীবন ব্যাপী শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬২৫ কিশোর-কিশোরী দলনেতাকে পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৩০ জন কিশোর-কিশোরী দলের দলনেতাকে Online safety and safe Internet USE বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০০ জন নব নিযুক্ত পাড়াকর্মীকে ১৭ দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১০৫০ জন পাড়াকর্মী ও মাঠ সংগঠককে Positive Parenting বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ৩-৬ বছর বয়সী ৫৪,৪৪২ জন শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি বছর পাড়াকেন্দ্রে শিক্ষা সম্পন্ন ১৫,৭৩০ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে। সহযোগি সংস্থার ৮১ জন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ECD (Early Childhood Development) Policy বাস্তবায়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান প্রদান করা হয়েছে। ৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্যোগ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রমের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা: প্রকল্পভুক্ত ১,৮৯,০০০ পরিবারের ১১,৯০১ শিশু, ১৬,০১৯ জন ১৪-৪৯ বছর বয়সী মহিলা ও ৭৩১৩ জন গর্ভবর্তী মহিলাদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পরিবারের ৭২২৩ জন গর্ভবর্তী মহিলাকে রুটিন চেক আপ, নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৪৮৩০০ কিশোরীকে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ঙ) পুষ্টি সেবা: ১,৮৯,০০০ পরিবারের ১৯,১৯৯ অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুর সুষম খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭,৩১২ জন গর্ভবতী মহিলা, ৭,০৩০ জন স্তন্যদানকারী মা, ৪৬,২২৪ জন কিশোরীকে নিয়মিতভাবে আয়রন বড়ি সেবন করানো হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭,০৪৪ জন প্রসূতি মা'কে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ১৯,১৯৯ জন অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুর নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি ও অপুষ্টি পরিমাপ করে অভিভাবকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুর ১ম ১০০০তম দিনের গুরুত্ব ও করনীয় বিষয়ে মা, বাবা ও শিশু লালন-পালনকারীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ৫৪,৪৪২ জন শিশুকে প্রতিদিন ৫০ গ্রাম উচ্চ ক্যালরীযুক্ত বিস্কুট খাওয়ানো হয়েছে। ১,৬০০ পাড়াকেন্দ্রে ওজন পরিমাপক স্কেল, উচ্চতা পরিমাপক স্কেল, রেকর্ড কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। World Food Program (WFP) এর সহায়তায় ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রের ৫৪,০০০ শিশুর জন্য জনপ্রতি ২ কেজি খেজুর বিতরণ করা হয়েছে।

চ) পানি ও পয়: ব্যবস্থা উন্নয়ন: বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৪৬টি পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বান্দরবান সদর ও লামা উপজেলায় ৪০টি ল্যাট্রিন, ১২টি রিংওয়েল ও ২৬টি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন নির্মাণ এবং ২৭টি রিংওয়েল ও ৪টি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন সংস্কার করা

হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ২২টি উপজেলায় ৮৬টি নলকূপ, ৮০টি স্বল্পব্যয়ী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ৩০টি হ্যান্ড ওয়াশ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

ছ) **শিশু সুরক্ষা:** পাড়াকেন্দ্রভুক্ত অনুর্ধ ১৮ বছর বয়সী ও পাড়াকেন্দ্রের শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ১২৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের পিয়ার লিডারদের জীবন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২৮টি ক্লাবে নিয়মিতভাবে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য সেশান পরিচালনা করা হয়েছে। ১০৮টি ক্লাবের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়ায় কিশোর-কিশোরী দলের সদস্যগণ বৃক্ষরোপন, পাড়া পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। তিন পার্বত্য জেলায় কিশোর-কিশোরী সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

জ) **উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ:** ৩ জেলা, ৬টি উপজেলায় ও ১৪টি ইউনিয়নে মা ও শিশুদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ১৫টি জীবন রক্ষাকারী আচরণ ও চর্চা বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রথাগত নেতৃত্ব, ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রে C4D (Communication For Development) কর্মসূচী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় জীবন রক্ষাকারী তথ্য সম্বলিত ৩৪টি ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ২৬ উপজেলায় ১২১টি ইউনিয়নের সার্ভিস ম্যাপ হালনাগাদ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, কৃমিনাশক দিবস ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ৭টি উপজেলায় কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে Muppet Show আয়োজন করা হয়েছে।

ঝ) **পাড়াকেন্দ্রে মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন:** বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলার ১২১টি ইউনিয়নে শিশু কিশোর মেলা আয়োজন হয়েছে। ১৭ মার্চ একযোগে ৪০০০ পাড়াকেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর জীবনী পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ১৫-১৯ মার্চ ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে হাত ধোয়া অনুশীলন, পাড়া পরিচ্ছন্নকরণ, কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ ও "১০০০ সোনালী দিন" বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রের ৫৪,৪৪২ জন শিশুদের জন্য শীতের পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে ১,০৭,৫০০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

ঞ) **কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিশেষ কর্মসূচী:** ৪৩০০ পাড়াকর্মী, ৪৩০ জন মাঠ সংগঠক, ৭২ জন সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও ২৬ উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ৪৩০০ পাড়াকেন্দ্রে করোনা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতামূলক বিশেষ উঠান বৈঠক আয়োজন ও বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

(৮) " খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ " প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:। সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি – ৭৪৬৯.৮৫ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে ১১২টি দুর্গম গ্রামের ৫,৬০০টি সংযোগ স্থাপন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ । প্রকল্প এলাকা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড: প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১.৫ কি.মি. রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৯) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন" প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:। মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি – ২৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) ১৩,০০০ একর বাঁশ বাগান করার মাধ্যমে

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৩,০০০ পরিবারের জীবন জীবিকা সহায়তাকরণ । (২) ২৮,৬০,০০০ বাঁশের চারা উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ। (৩) বাঁশভিত্তিক ২৬০টি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন । (৪) ১৩,২৬০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান । প্রকল্প এলাকা রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড - প্রকল্পের আওতায় - অনধিক তিন বছরের মধ্যে বাঁশ পরিপক্ক হলে উপকারভোগীরা তাদের সৃজিত বাঁশ বাগান থেকে বাঁশ বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় শুরু করতে পারবে। এতে প্রকল্পটির মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে পার্বত্যঞ্চলে বাঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে এবং অত্রাঞ্চলে হ্রাসকৃত বাঁশের ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্রাঞ্চলে বাঁশ বাগান সৃজনের জন্য উপকারভোগিরা ছাড়াও অনেকের বাঁশ বাগান সৃজনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

(১০) "স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলেপমেন্ট ইন সিএইচটি" প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯.৮৭ কোটি টাকা। (জি.ওবি-৩৯৫০.০০ প্রকল্প সাহায্য-২১০৩৭ লক্ষ টাকা)। বাস্তবায়নের মেয়াদ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-সেপ্টেম্বর ২০২১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (১) পার্বত্য এলাকার ভূমি ,সম্পদ ও জীবনযাত্রা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা; (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উক্ত এলাকার কমিউনিটি এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য দক্ষতা বৃদ্ধি; (৩) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা।প্রকল্প এলাকা রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০০৫টি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কৃষক মাঠ স্কুল সমূহ হতে মোট ২৬,০০৭ জন কৃষককে (৫৫% নারী) উদ্ভাবনী কৃষি কৌশল সংক্রান্ত উন্নত ব্যবহারিক শিক্ষায় অধিগত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, কমিউনিটি পর্যায়ে সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য ৩৭৪ জন (৩০% নারী) কমিউনিটি সদস্য কে কৃষক মাঠ স্কুল সহায়তাকারী হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে, সরকারী বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টসমূহের ১০৩ জন কর্মকর্তাদের (৩০% নারী) কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নতকরণ, ১৫০০টি পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এবং ক্রেডিট স্কীম প্রদানের মাধ্যমে ৪৯৬৭ পরিবারকে সহায়তা প্রদান, কমিউনিটির তত্ত্বাবধায়নে ২০টি মাইক্রো ওয়াটারশেড তৈরি, ভিলেজ কমন ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে কৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, টেকসই উন্নয়নের জন্য ৬টি আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের ইন্টারেস্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা, স্থানীয়ভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবনী আইডিয়া সমূহ বাস্তবায়নে অনুদান প্রদান, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ইয়ুথ ক্যাম্প, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে ৭৮৮৬ জন যুবক/যুবতীদের সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্তকরণ, বিভিন্ন কমিউনিটির অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৪টি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক ও ফোরাম গঠন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ঐতিহ্যবাহী লিডারদের মধ্য হতে ২৫০ জন স্থানীয় সেচ্ছাসেবক সহায়তাকারী/মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, তিন পার্বত্য জেলায় ৪৮টি নতুন ভিলেজ কমন ফরেস্ট চিহ্নিতকরণ, ১৮টি পার্টনার এনজিও কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) "রাঙ্গামাটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদ ১লা জুলাই/২০১৭ হতে ৩০শে জুন/২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) রাঙ্গামাটি জেলার গুরুত্বপুর্ন বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ (২) প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা (৩) রাংগামাটি জেলার গুরুত্বপুর্ন বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে বসবাসকারী জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা । প্রকল্প এলাকা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ-২টি, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন

১৮কিঃমি, গৃহসংযোগ ১৩৭৫টি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ -২৮টি, পরীক্ষামূলক নলকূপ (১.৫)- ৪টি, ওভারহেড পিভিসি ট্যাংকসহ উৎপাদক নলকূপ-৪টি, ডিপসেট পাম্পযুক্ত নলকূপ-৩৯৪টি, বৈদ্যুতিক সংযোগ-৩৪টি।

(১২) **" পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন "** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি:| মোট প্রকল্প ব্যয় জিওবি – ১২৭৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ (২) উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি,পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি সাধন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি (৩) ১৩০০টি দুগ্ধজাত খামার স্থাপন (৪) ১৩০০ টি গাভী বিতরণ (৫) ১৩০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হলোঃ ৬৩০ টি গাভী বিতরণ; ৬৩০টি গাভীর শেড স্থাপন; ৬৩০টি Fodder Plot তৈরি; ৬৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৩) **"বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ"**_প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড । প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি: হতে জুন,২০২২ খ্রি: পর্যন্ত| প্রকল্পের উদ্দেশ্য (১) প্রকল্প এলাকার পল্লী সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি অর্থনীতির সঞ্চালনা (২) গ্রামীণ জনগণের জন্য গ্রাম, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (৩) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা । প্রকল্প এলাকা বান্দরবান পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় মাটির কাজ-৪৯৭০০ ঘ.মি, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট-৯.০০ কি.মি, ড্রেইন-৬০৪০ মিটার, আর.সি.সি ওয়াল-৭০.৬৪ মিটার, ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল-৭০.৬৪ মিটার, ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল-১৬১.৮৮ মিটার।

(১৪) **"পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ"** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড । প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৮৭.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি) । বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি: হতে জুন,২০২১ খ্রি: পর্যন্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ (২) উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি,পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি সাধন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি (৩) পার্বত্য অঞ্চলে মসলার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ (৪) মসলার আমদানী হ্রাসকরণ এবং মানসম্পন্ন মসলা উৎপন্ন করে দেশীয় চাহিদা পুরণ। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হলো- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০০০ টি বাগান সৃজন করা হয়েছে।

(১৫) **"পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ"** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ । প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৩১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ ২০১৯- জুন ২০২১। প্রকল্প এলাকা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটির ২টি স্থানের জমি অধিগ্রহণ এর কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্য জেলা প্রশাসককে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) **"বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রীজ নির্মাণ"** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৯ খ্রি: হতে জুন,২০২২ খ্রি: পর্যন্ত । প্রকল্প এলাকা বান্দরবান পার্বত্য জেলা । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড: প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় পিসি গার্ডার ব্রীজ থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় ২টি এবাটমেন্টের পাইলিং এর কাজ সমাপ্ত। আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ, থানচি উপজেলার জ্ঞানলাল পাড়া সোনাখালী

খালে (১টি এবাটমেন্ট, ৩টি পিয়ার বেইসের পাইলিং সমাপ্ত এবং ৩টি পিয়ার বেইস, ১টি এবাটমেন্ট বেইস সমাপ্ত এবং এবাটমেন্টের ওয়ালের ২.০০ মি. ও পিয়ারের ৩.০০ মি. সমাপ্ত।

(১৭) পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

শিক্ষাঃ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৪টি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পালি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ/সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত/ নির্মাণ করা হয়েছে।

যোগাযোগঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫ টি ব্রীজ, ১৪ টি রাস্তা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ১ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় কার্যক্রমঃ ধর্মীয় ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৮টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে।

কৃষি,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদঃ কৃষি ও মৎস্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ১টি বাঁধ ও সেচনালা এবং প্রাণী সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাণী সম্পদ অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাজ কল্যাণ, আর্থ-সামাজিক ও নারী উন্নয়নঃ আর্থসামাজিক ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পানীয় জলঃ বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাজেক ইউনিয়নে নিরাপদ সুপেয় পানি ব্যবস্থার জন্য ১টি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

শিক্ষাঃ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৩ টি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/পালি শিক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ/সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত/ নির্মাণ করা হয়েছে।

যোগাযোগঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রীজ ১৫টি, রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার এবং ৮টি সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় কার্যক্রমঃ ধর্মীয় ব্যবস্থা উন্নয়নে ৭২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে।

কৃষি ও মৎস্যঃ কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫ টি সেচনালা এবং মৎস্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০ টি কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ও নারী উন্নয়নঃ আর্থসামাজিক ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত বেকার যুবমহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের জন্য ৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পানীয় জলঃ নিরাপদ সুপেয় পানি ব্যবস্থার লক্ষ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ও জিএফএস এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের মাধ্যেমে ১০ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিকঃ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী বিতরণের লক্ষ্যে ১৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(১৮) পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

➢ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বস্তুগত অবকাঠামো নির্মাণঃ বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ও ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন / সমিতি ঘর, লাইব্রেরী, যাত্রী ছাউনী, কমিউনিটি সেন্টার, গেইট নির্মাণসহ সর্বমোট ১৪টি প্রকল্প এই খাতে গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগণের শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সদর উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ মোট ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়। উক্ত শিক্ষা খাতে ছাত্রাবাস, প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। মেধাবী গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করাও হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলাকা তথা জেলা সদর থেকে উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্য মোট ৩৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১০.০৭ কিলোমিটারের রাস্তা উন্নয়ন এবং ৬৬.৫৩ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

কৃষি, সেচ ও বাঁধ নির্মাণঃ এই খাতে মোট ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষকদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের কৃষি উপকরণ ২১টি পাওয়ার টিলার, ৪০ টি পাওয়ার পাম্প, ৫০টি ফুট পাম্প সরবরাহ করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ফলজ চারা বিতরণ, হাঁস-মুরগী পালন ও গরু ছাগল পালনের জন্য বিতরণ করা হয়। সেচ ব্যবস্থা ও মৎস্য চাষের সুবিধার্থে ০২ টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

আয়বর্ধক প্রকল্পঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আয়বর্ধক প্রকল্পে মোট ০২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেকার যুবক যুবতীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে ২০৫ জন যুবক ও ১৩২ জন যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বান্দরবান সদরে মারমা বাজার শেড নির্মাণসহ থানচি উপজেলা সদর বাজারে একটি ৩ তলা বিশিষ্ট বহুতল মার্কেট নির্মাণ করা হয়। পরিষদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য জেলা পরিষদ এলাকায় ০১ টি দৃষ্টিনন্দন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পানি ও পয়ঃপ্রণালীঃ বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পানীয় ও জল সরবরাহের লক্ষ্য জি এফ এস পাইপ-এর মাধ্যমে পানির লাইন সংযোগ করে পানি সরবরাহের লক্ষ্য মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে। সম্প্রীতির বান্দরবানে সকল মানুষের ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানাদি কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত মসজিদ, মন্দির, বিহার, গীর্জা নির্মাণসহ মোট ৩৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

পর্যটন শিল্প উন্নয়নঃ এই খাতে মোট ০২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। থানচি উপজেলায় তিন্দু ইউনিয়নে বড় পাথর ও নাফাখুম এলাকায় পর্যটকদের আবাসনের সুবিধার্থে ০২টি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

বিবিধ উন্নয়নঃ বান্দরবান জেলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্য এই খাতে মোট ০৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

➢ পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বস্তুগত অবকাঠামো নির্মাণঃ বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্রে ও ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন / সমিতি ঘর, লাইব্রেরী, যাত্রী ছাউনী, কমিউনিটি সেন্টার, গেইট নির্মাণসহ সর্বমোট ১০টি প্রকল্প এই খাতে গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগণের শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সদর উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ মোট ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়। উক্ত শিক্ষা খাতে ছাত্রাবাস, প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। মেধাবী গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করাও হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলাকা তথা জেলা সদর থেকে উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্য মোট ০৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ৫.৮৭ কিলোমিটারের রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

কৃষি ও সেচ ও বাঁধ নির্মাণঃ কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ০১ টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

আয়বর্ধক প্রকল্পঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আয়বর্ধক প্রকল্পে মোট ০৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পানি ও পয়ঃপ্রণালীঃ বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পানিয় ও জল সরবরাহের লক্ষ্য জি এফ এস পাইপ-এর মাধ্যমে পানির লাইন সংযোগ ও ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংক করে পানি সরবরাহের লক্ষ্য মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করে। সম্প্রীতির বান্দরবানে সকল মানুষের ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানাদি কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত মসজিদ, মন্দির, বিহার, গীর্জা নিমার্ণেসহ মোট ০৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

(১৯) পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ) : মোট প্রকল্প সংখ্যা ৩০টি এর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ২৭০মি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ১.৫০ হেক্টর, সেচ ড্রেন ৫০০মি:, পুকুর খনন প্রায় ৮৫০০ বঃমিঃ।

শিক্ষা : মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৯০টি। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরী ০২টি, ছাত্রাবাস ০৬টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৮৫টি (৪৫০০ ব:মি:)।

যোগাযোগ : মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৭৭টি এর মধ্যে ৪০.৫ কি:মি রাস্তা, ৮৭.৫০কি:মি: ড্রেন, ২৫টি বক্সকালভার্ট, ইউ ড্রেন ১৮০৫মি:, ব্রীজ ০৪টি (৩৫০মি:), ১২৫ মি: ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো) : মোট ১০১টি প্রকল্পের মধ্যে শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (১২০ব:মি:), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (১০৫০ব:মি:), ক্লাব/সংঘ, মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (১৭০৫ব:মি:) বাস্তবায়িত হয়েছে।

ধর্ম : মোট প্রকল্প ১৫৯টি এর মধ্যে মসজিদ উন্নয়ন ৪৪টি (১৭০৫ব:মি:), মন্দির উন্নয়ন ৫২টি (৮৫০ব:মি:), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ৬৩টি (৩৯৫০ব:মি:) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পানি ও পয়ঃপ্রণালী : বিভিন্ন উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারণ করে রাখার জন্য ০৪টি পুকুর খনন করে নিত্য ব্যবহার্য পানির সমস্যা নিরসন করা হইয়াছে। উপরে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার ও অপুষ্টি হ্রাস পেয়েছে।

(২০) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা : রাস্তা-৫.০০ কি.মি., স্কুল ভবন- ৪৫৭.৫৭ বর্গমিটার, কলেজ ভবন- ৪০০.০০ বর্গমিটার, ছাত্রাবাস- ৪৫০.০০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ৫০০.০০ বর্গমিটার, সেতু- ৩৪৪.০০ মিটার।
(খ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা : রাস্তা- ৫.০০ কি.মি, ব্রীজ/সেতু- ১০.৭৭ মিটার, কালভার্ট-২৪.৯৮ মিটার।
(গ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা : রাস্তা ১৫.৪০ কি:মি:, স্কুল ভবন ২৭৫.০০ ব:মি:, কলেজ ভবন ৩৫০.০০ ব:মি: ছাত্রাবাস ৯৮০.০০ ব:মিটার।

➢ **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা : রাস্তা-৩.৬৫ কি.মি., স্কুল ভবন- ৪০০.০০ বর্গমিটার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ১২৫৮.০০ বর্গমিটার।
(খ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা : রাস্তা-১১.০১ কি.মি, সেতু/ব্রীজ- ২০.০০ মিটার, কালভার্ট- ১০.৩৭ মিটার, স্কুল- ৯৬০.৪০ ব:মি:, ছাত্রাবাস-২৭৭.৩০ ব:মি, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-২৬০৩.৪৩ ব:মি।
(গ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা : রাস্তা ২.৭৫ কি:মি:, স্কুল ভবন ৪৩০.০০ ব:মি:, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১২৫০.০০ ব:মি: ছাত্রাবাস ৭৫.০০ ব:মিটার।

(২১) বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প-৩য় ফেজ'' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে পাদদেশে পতিত জমি সদ্ব্যবহার ও তামাক চাষের জমিতে বিকল্প অর্থকরী ফসল হিসেবে চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উপযোগী ইক্ষু জাতের ৬৭ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ২৪ মেট্রিকটন উন্নতমানে পাহাড়ী আখের গুড় উৎপাদন, গুড় সংরক্ষণ এবং বিপণন এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় কৃষক ও জনসাধারণকে বাজারজাতকরণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ইক্ষুর সাথে মুলা, ফরাশসীম, গোলআলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, মরিচ, পিঁয়াজ, মিষ্টিআলু ও গাজর ইত্যাদি সাথী ফসলের ৫২ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইক্ষু, সাথী ফসল ও পাহাড়ী আখের গুড় উৎপাদনের উপর ১২ টি ব্যাচে (৪৮০ জন) কৃষক-কৃষাণীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইক্ষু চাষ উন্নয়নের ১২ টি কৃষক মাঠ দিবসে ৭২০ জন কৃষক-কৃষাণীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধমে তিন পার্বত্য জেলায় ৫৭০ জন তামাক চাষীকে আখ চাষের আওতায় স্থানান্তর করা হয়েছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্য ২২৫ পরিবারকে বসতবাড়ির আঙিনায় আখ চাষের জন্য ১০ টি করে আখের চারা বিতরণ করা হয়েছে। গত ৫/১২/২০১৯ থেকে ০৮/১২/২০১৯ এর অনুষ্ঠিত ''পার্বত্য মেলা-২০১৯'' এর বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২য় স্থান অর্জন করেছে। তিন পার্বত্য জেলায় ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষ এবং পাহাড়ী আখের গুড় উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পতিত জমি সদ্ব্যবহার, দারিদ্র বিমোচন, তামাক চাষ এলাকায় ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে পাহাড়ী কৃষকদের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি পাহাড়ের কৃষি পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। অতএব ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান প্রকল্পের উল্লেখিত কার্যক্রমের শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

৯.৩ **২০১৯-২০ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি):** নেই।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ

১০.১ ২০১৯-২০ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? **হ্যাঁ**।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ: প্রযোজ্য নয়।

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(১৩) ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য) **: প্রযোজ্য নয়।**

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে (২০১৯-২০) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে (২০১৯-২০) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি):

শান্তি চুক্তির ফলে অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয় এবং এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় নেয়া হয় নানা প্রকল্প। যার সফল বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে **৮৪২.১৭** কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট **২০৮৮** টি প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য: প্রযোজ্য নয়।
(১৯) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : প্রযোজ্য নয়।
(২০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।
(২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।
(২২) হজ্জ সংক্রান্ত (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের/ সংস্থার নাম	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ/নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০২০)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-২০১৯)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২৫৯৯৭টি অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি	২৫৯৯৭ টি পরিবার	১০৪০১.৯৩	২৫৯৯৭ পরিবার	১০১২০.৭৬
	২	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন কর্মসূচি	১২২২৩ টি পরিবার	৬৭৯১.৫৪	১২২২৩টি পরিবার	৬৭২৩.৭৯
	৩	জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের খাদ্য পুনর্বাসন কর্মসূচী	১৯৬৬ জন	১০৩৩.০৩	১৯৬৬ জন	১০২২.৭২
	৪	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪৬৪৪২ জন	৩৮২৬.৫৭	৭৪২৫৮১জন	৩২৬৮.৪০
	৫	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	৩৫০৭৫৯ জন ২৮টি প্রতিষ্ঠান	৯২৫৯.৮০	২৪১৭৩৪ জন ১৪৩টি প্রতিষ্ঠান	৯৫৪০.০৯
	৬	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনবার্সন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ টাস্কফোর্স	২৫০ পরিবার ২৫টি প্রতিষ্ঠান	৩৫.০০	৭০ জন ১৭টি প্রতিষ্ঠান	২৫.০০
	৭	আপদকালীন পরিস্থিতি	৭৩৬০৭ জন ১৪২০৭ টি পরিবার ২৩৬৮ টি প্রতিষ্ঠান	৭৬৫.০০	৭৬,৭৪৪ জন ২০টি পরিবার ২৮৮টি প্রতিষ্ঠান	৭৭৫.০০
		সর্বমোট	১৩৭২৭৭৪ জন ৫২৬৭৭ টি পরিবার ২৪২১ টি প্রতিষ্ঠান	৩২১১২.৮৭	১০,৬৩,০৯৫ জন ৩৮২৪০পরিবার ৪৪৮টি প্রতিষ্ঠান	৩১৪৭৫.৭৬

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৭/২০২০
(মো: মেসবাহুল ইসলাম)
সচিব



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা।